দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

শেকৃবিতে লাঞ্ছিত ও অভিযুক্ত উভয় শিক্ষক সাসপেন্ড

প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

■ শেকৃবি সংবাদদাতা

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের সঙ্গে লাঞ্ছিত শিক্ষককেও সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. মো. আনোয়ারুল ইসলামের (গতকাল বুধবার অবসরে যাওয়া) স্বাক্ষরিত একটি পত্রে তাদের সাময়িকভাবে বরখাস্তের এ আদেশ দেয়া হয়। বরখাস্তকৃত শিক্ষকরা হলেন- অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সহকারী অধ্যাপক শরমিন চৌধুরী এবং অধ্যাপক অসীম কুমার ভদ্র।

জানা যায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টায় বিশ্ববিদ্যালয় ৬৮তম সিন্ডিকেট সভায় শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট উত্থাপিত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী অধিকাংশ সিন্ডিকেট সদস্য অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নিতে বলেন।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হয়, বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রভোস্ট অসীম কুমার ভদ্রকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। এছাড়া প্রভোস্ট ও সহকারী প্রভোস্টদের না জানিয়ে আকস্মিকতা, প্রাধান্য দিয়ে অধ্যাপক নজরুল ইসলামের স্ত্রী ও সহকারী প্রভোস্ট শরমিন চৌধুরী সিট বন্টন ও বাস্তবায়ন করেন যা ঠিক হয়নি। তবে ঘটনার দিন সহকারী প্রভোস্ট হলের ভেতর থাকা অবস্থায় প্রভোস্টের গেটে তালা দেয়া ঠিক হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেট বহির্ভূত বলে মন্তব্য করেছেন একাধিক সিন্ডিকেট সদস্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য বলেন, সিন্ডিকেট সভায় তদন্ত রিপোর্ট উত্থাপিত হলে অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম কর্তৃক অধ্যাপক অসীম কুমার ভদ্রকে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা প্রমাণিত হয়। একটি কমিটির মাধ্যমে দোষীকে তাৎক্ষণিক দৃশ্যমান শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশাসনকে সুপারিশ করা হয়। এই সিন্ডিকেট সদস্য আরো বলেন, কমিটি গঠন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অভিযুক্ত এবং লাঞ্ছিত উভয়পক্ষের তিন শিক্ষককেই সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী অভিযুক্ত শিক্ষক চিহ্নিত হয়েছে সেখানে প্রশাসন একক সিদ্ধান্তে অভিযুক্তের সাথে লাঞ্ছিত শিক্ষককে বরখাস্ত করেছে। যা কোন ক্রমেই কাম্য নয়।

এ বিষয়ে লাঞ্ছিত অধ্যাপক অসীম কুমার ভদ্র সাংবাদিকদের বলেন, তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও অভিযুক্তের সাথে আমাকেও বরখাস্তের আদেশ দেয়া হয়েছে। যা কোথাও নজির নেই। এ ব্যাপারে অধ্যাপক নজরুল ইসলামের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, গত ১৯ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রভোস্ট অসীম কুমার ভদ্রের সাথে সহকারী প্রভোস্ট শরমীন চৌধুরীর বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে তার স্বামী অধ্যাপক নজরুল ইসলামের হাতে অসীম কুমার শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ উঠে।